শরৎচন্দ্রের
চন্দ্রনাথ

"কাহিনী"

চন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর কয়েকটি ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে খুড়ো মণিশংকরের সঙ্গে তার মনান্তর হয়ে গেল। ফলে মণিশংকর চন্দ্রনাথকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে আলাদা করে দিলেন।

চন্দ্রনাথের দিন আর কাটেনা। বৃহৎ বাড়ী, জনহীন, বড় ফাঁকা লাগে। তাই একদিন মামা ব্রজকিশোর ও নায়েবের ওপর জমিদারী দেখাশুনার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লো দেশভ্রমণে।

ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রনাথ একদিন কাশীতে তাদের পুরানো পাণ্ডা হরিদয়াল ঘোষালের বাড়ীতে এসে উঠলো। হরিদয়াল ঘোষালের নিজের বলতে সংসারে কেউ নেই। একটি দুখী বিধবা স্ত্রীলোক ও তার কিশোরী মেয়ে সরযূই পাণ্ডাঠাকুরের সব কিছু দেখাশুনা করতো। বিধবা স্ত্রীলোকটি চন্দ্রনাথকে নিজের ছেলের মতোই আদর যত্ন করলেন। চন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলো। আরও মুগ্ধ হলো কিশোরী মেয়ে সরযূর অনুপম সৌন্দর্য্যে।

একদিন সকাল বেলায় চন্দ্রনাথ চোখ ভরে সরযূকে দেখলো। মনে হলো, এতরূপ বুঝি জগতে আর নেই! চন্দ্রনাথ ভাবলো একবার সরযূর কাছে তার মনের কথাটিকে প্রকাশ করবে! কিন্তু পারলো না। সরযূ ভীতা ও ত্রস্তা হরিণীর মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। চন্দ্রনাথ মনস্থির করে ফেললো, সরযূকেই সে বিয়ে করবে

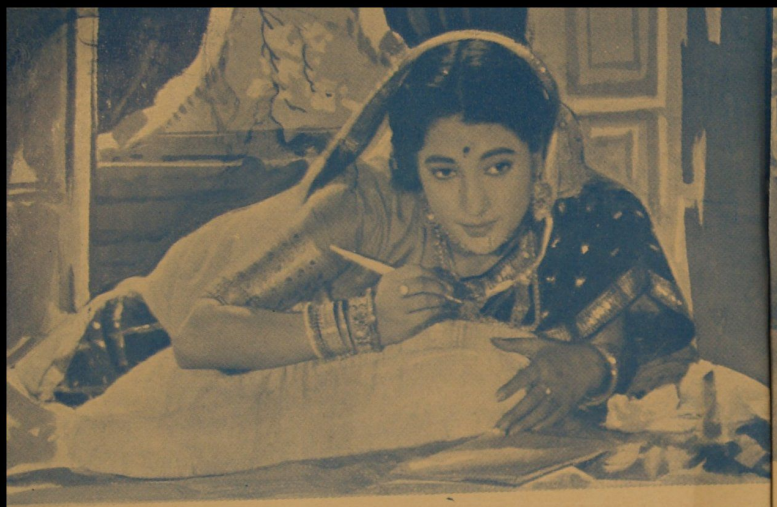

মামা ব্রজকিশোর এ সংবাদে যতখানি খুসী হলেন ঠিক ততখানি দুঃখ পেলেন মামী হরকালী। কারণ এরই মধ্যে হরকালী তাঁর বোনঝি পুঁটুরাণীকে নিজের কাছে এনে ফেলেছেন। ইচ্ছে ভবিষ্যতে চন্দ্রনাথের হাতেই সঁপে দেবেন আর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ওপর তাঁর অবাধ রাজত্ব চলবে।

চন্দ্রনাথ বিয়ে করলো। তারপর একদিন তার হাত ধরে সরযূ এলো বধূবেশে। দাস, দাসী, নায়েব, গোমস্তার মনে আনন্দ আর ধরে না। এতদিনে শূন্য বাড়ী পূর্ণ হলো। হরকালী অন্তরালে থেকে চোখ ঠারলেন, অন্তরের জ্বালায় সহজভাবে বধূ বরণ করতে পারলেন না পর্য্যন্ত।

সরযূ চন্দ্রনাথের বাড়ী, ঘর-দোর, আসবাব, ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হলো। অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রনাথকে বল্‌লে—"সব তোমার ?" সরযূকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চন্দ্রনাথ বল্‌লে—"হ্যাঁ লক্ষ্মী, সব, তোমার !" সরযূ বিহ্বল হলো। ভাবলো, এত বেশী তার সইবে তো ! তার মনের কোনে কোথায় লুকিয়ে আছে কিসের শঙ্কা, অন্যায়ের গ্লানি, সত্যের দৈন্যতা। চন্দ্রনাথও অনুভব করে কোথায় যেন একটা ব্যবধান রয়েছে, কোথায় যেন সরযূকে সে সম্পূর্ণ পাচ্ছেনা। তাই একদিন চন্দ্রনাথ যখন সরযূকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লো—"বুকের ওপর শুয়ে আছো, মনের কথা শুনতে পাওনা ? বড় দুঃখ হয় সরযূ, তুমি আমায় বুঝতেই পারলে না।" সরযূ কোন উত্তর দিতে পারলো না। তার অশ্রু-ভরা চোখ দুটো মুছে এলো ভয় ও আবেশে।

অনতিবিলম্বেই সরযূর মনের ভীতির কারণটা প্রকাশ পেয়ে গেলো যখন কাশী থেকে হরিদয়াল ঘোষালের একখানা চিঠি এলো খুড়ো মণিশংকরের কাছে। সে

চিঠিতে প্রকাশ পেলো সরযূর মা ভ্রষ্টা ও কুলত্যাগিনী। সরযূর তিন বৎসর বয়সে সরযূর মা রাখালদাস ভট্‌চাজ্‌ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে কুলত্যাগ করেন।

সমস্ত ব্যাপারটা গ্রামে চাপা রইলো না। মামী হরকালী ও পরে চন্দ্রনাথের কানেও কথাটা গেল। চন্দ্রনাথ উন্মাদের মতো ছুটে এলো খুড়ো মণিশংকরের কাছে। মণিশংকর তাকে হরিদয়াল ঘোষালের চিঠি দেখালেন। তারপর সরযূকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এক নিমিষে সমস্ত পৃথিবী চন্দ্রনাথের চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেলো। সে উন্মাদের মতো ছুটে এলে, নিজ শয়নকক্ষে।

সরযূ খাটের কোনে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। আজ তার ভয় নেই। স্বামীর কাছে তার জীবনের কিছুই চাপা রইলো না, আজ সবই স্পষ্ট, সবই প্রকাশিত, এটাই যেন তার পরম গৌরব। তাই চন্দ্রনাথ যখন তাকে রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—"এ সব তুমি জান্‌তে ?" সরযূ নিঃশঙ্কচিত্তে সত্যের মুখোমোখী দাঁড়িয়ে বললে—"জান্‌তাম।" চন্দ্রনাথ ক্রোধে, অভিমানে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনা—মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—ছিঃ সরযূ ! তুমি এই।.....লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলে কিন্তু আমি তা পারবো না। এতখানি রূপ নিয়ে তুমি পৃথিবীতে কোথাও বেঁচে থাকবে তাও তো আমি সইতে পারবো না।" শান্ত কণ্ঠে সরযূ বল্‌লে—"আমি বিষ খেলে উপায় হবে ?" চন্দ্রনাথ যেন এত অন্ধকারেও একটু আলো দেখতে পেলো,—"পারবে সরযূ, বিষ খেতে পারবে।.....ঘরের দোর জান্‌লা সব বন্ধ করে দিও, এক বিন্দু শব্দ যেন বাইরে না যায়, আমি যেন শুনতে না পাই।" বলেই চন্দ্রনাথ ছুটে

বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। সরযূ পথরোধ করলো, বল্‌লো—"একবার আশীর্ব্বাদ করলে না?" কম্পিত কণ্ঠে চন্দ্রনাথ বল্‌লে—"হ্যাঁ, করবো যখন তোমার মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তখনই আশীর্ব্বাদ করবো।" চন্দ্রনাথ পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সরযূ দরজা বন্ধ করলো।

গভীর রাত্রি। বৃহৎ বাড়ীটা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন। সরযূ বিষের শিটাশ হাতে নিলো, চেষ্টা করলো খেতে, কিন্তু পারলো না। তার গর্ভে চন্দ্রনাথের সন্তান—সে আজ মা! সরযূ বিছানায় গুম্‌রে কেঁদে উঠলো।

নীচের ঘরে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটলো চন্দ্রনাথের। ভোরের আলো জান্‌লা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। নিরাভরণা সরযূ একটা পুঁটলী হাতে চন্দ্রনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো। বল্‌লো—"আমি মরতে পারলাম না·····তবে আশীর্ব্বাদ করো যেন তোমার ছেলেকে তোমারই মতন করে মানুষ করতে পারি।" বলেই সরযূ দ্রুত-গতিতে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রনাথ বুঝতে পারলো সে আজ পিতা। সরযূকে ফেরাতে চাইলো কিন্তু পারলো না। সরযূ নায়েবকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে চলে গেলো। দুর্গা-মণ্ডপে তখন সীতার বনবাসের করুণ কাহিনীর কথকথা চলেছে।

সরযূ হরিদয়াল ঘোষালের বাড়ীতে ফিরে এলো। ঘোষাল ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। কুলটার মেয়েকে তিনি আর স্থান দেবেন না। সরযূকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে তিনি হুকুম দিলেন।

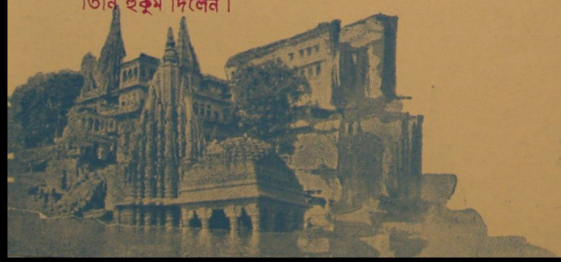

কৈলাস খুড়ো দাবা খেলতে এসে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। সরযূকে কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—"চল্ মা তোর ছেলের ঘরে·····এখানে দাঁড়িয়ে অকথা কুকথা তোকে শুনতে হবে না!"

স্বামী পরিত্যক্তা সীতা বাল্মিকীর আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সরযূ পেলো দরিদ্র কৈলাস খুড়োর আশ্রয়।

দিন যায়, বর্ষ যায়, চন্দ্রনাথ জনহীন, বৃহৎ বাড়ীতেকাটিয়ে দিলো কয়েকটা বছর। একটা প্রশ্নই তাকে পীড়া দেয় প্রতিনিয়ত। যে কলঙ্কে সরযূর মা কলঙ্কিনী সেই কলঙ্ক যখন সরযূকে স্পর্শ করেনি তখন সরযূর তো কোন দোষই নেই! তা' ছাড়া তার সন্তানও তো তার কাছে কোন অপরাধ করেনি। চন্দ্রনাথ আবার বেরিয়ে পড়লো দেশ বিদেশে, ইচ্ছে একবার কাশীতেও যাবে সে।

এদিকে সরযূ আজ জননী। কৈলাস খুড়ো শিশুর নাম রাখেন বিশ্বনাথ, বিশু। খুড়োর কত আনন্দ। সংসারে খুড়ো ছিলেন একা। আজ বিশুর মায়ার বন্ধনে বৃদ্ধ নতুন করে সংসারে বাঁচতে চান। খুড়ো দাবা খেলেন আর বিশু তাঁর পাশটিতে বসে বিপক্ষের মন্ত্রীটির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ওটা তার চাই! মন্ত্রীর ওপরই বিশুর ঝোঁক বেশী।

তারপর একদিন এলো চন্দ্রনাথ,—দেখলো সরযূকে। অন্তরের গভীর ভালবাসা দীর্ঘদিনের অদর্শনের ব্যবধানটুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাই সরযূ সহজ ভাবেই জিজ্ঞেস করলে—"বিয়ে করলে কোথায়?"

চন্দ্রনাথ—"পশ্চিমে"
সরযূ—"বউ কেমন হলো"
চন্দ্রনাথ—"তোমার মতো"

সরযূ নিজেকে সামলে নেয়। তারপর রাত্রিতে সরযূকে কাছে টেনে চন্দ্রনাথ যখন চাবির গোছাটি ফিরিয়ে দিলেন তখন সরযূ বললে—"এ চাবি তোমার নতুন বউকে দাও নি কেন?" চন্দ্রনাথ বললে—'তাকেই তো দিলাম সরযূ! স্ত্রী আমার দুটী নয়, একটি। সে আমার কোনদিন পুরানো হয় না—সে চির নতুন।" বলে চন্দ্রনাথ সরযূর চিবুক স্পর্শ করলো! আনন্দ আবেশে সরযূর সজল চোখদু'টো মুদে এলো।

পরের দিন সকাল বেলায় চন্দ্রনাথ সরযূ আর বিশুকে নিয়ে স্বগৃহে যাত্রা করলো। কৈলাস খুড়োর চোখের সামনে সমস্ত জগত আবার শূন্য হয়ে এলো। বিশুকে বুকের ওপর চেপে ধরলেন একবার। তবু চোখের জল মুছে সরযূকে আশীর্ব্বাদ করলেন, বল্লেন—"গণেশ জননী গণেশকে নিয়ে যাচ্ছে কৈলাসে, কৈলাসের কি আনন্দ!"

খুড়ো, সরযূ আর বিশুকে ট্রেনে তুলে দেন। দাবার মন্ত্রীটা বিশুর হাতে তুলে দিয়ে বলেন—"আমি আর দাবা খেলবো না দাদু!"

ট্রেন ছাড়লো। তারপর ধীরে ধীরে ট্রেনটা মিলিয়ে গেল দূরে। খুড়ো একা দাঁড়িয়ে রইলেন ষ্টেসনে। চোখে জল। এই ভবসংসারে বৃদ্ধের আজ আর কেউ নাই।

বৃদ্ধ কম্পিত পদে ফিরে এলেন নিজের গৃহে! চীৎকার ক'রে ডাকলেন একবার বিশুকে। বিশুর মিষ্টি "দাদু" ডাকটি আর বৃদ্ধের কানে ফিরে এলো না।

বিশ্বের দাবা খেলায় কৈলাস খুড়োর মন্ত্রী আজ হারিয়ে গিয়েছে।

"সঙ্গীত"

(১)

মোর ভীরু সে কৃষ্ণকলি
কেন ফুটিয়া ঝরিতে চায়রে,
কেন কৃষ্ণ অলির গুঞ্জন শুনে
মরমে মরিতে চায়রে।
এই সংশয় কেন যায় না
পেয়ে তবু মন পায় না
মোর ফাগুনের বেলা অকারণে কেন
শ্রাবণে ভরিতে চায়রে।
মিলন পিয়াসে সাজায়ে বাসর শয্যা,
বলি বলি করি গোপন কথাটি
বলিতে কেন গো লজ্জা।
কেন এ আঁধার শেষ হয় না
এই জ্বালা আর সয় না,
জয় করা মালা ভয়ে ভয়ে মন
কণ্ঠে পরিতে চায় রে।

(২)

স্মৃতির বাঁশরী কার ফিরে ফিরে ডাকে
অতীত দিনের পানে
ছিন্ন মায়ার ডোর অলখ বাঁধনে
জড়াল কে প্রাণে।
সেই সে সোনার দিনগুলি হায়
ভুলতে গিয়েও ভোলা নাহি যায়
মনের আগুন নেভে না যে
পোড়া চোখের জলের বানে।
দিনের পরে দিন চলে যায়
হয় যে সুরু নতুন পালা,
আঁধার ভরা শূন্য ঘরে
নতুন প্রদীপ হয় যে জ্বালা
এই জীবনে দাবার ছকে
মায়ার ঘুঁটি সাজালো কে
নতুন খেলা সুরুর বেলা
কখন আসে কে বা জানে।

(৩)

রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায়রে
সোনার প্রতিমা কে গো অকালে ভাসায়রে।
রাজপুরী অযোধ্যার দিবসে হ'লো আঁধার
পুরবাসী আঁখিজল রাখিতে পারে না আর।
শতপথ স্মৃতি বলে দেবো না বিদায় রে
সতী শিরোমণি সীতা বনবাসে যায় রে।
শ্রীরামের দু'নয়ন শূন্য হেরে ত্রিভুবন
প্রতিমা গড়িয়া আনি বিজয়াতে বিসর্জন।
রঘুকুল পুণিমা সহসা পোহায় রে
রাঘব দয়িতা সীতা বনবাসে যায় রে।

গান : আকাশে পৃথিবী শোনে, শোনে বনলতা
নরলোকে শোনে রাজা ভরতের কথা ॥
একদিন নিশাকাল অবসান হ'লে।
মৃগশিশু এল এক ভরতের কোলে ॥
সকরুণ আঁখি মেলি মাগিল আশ্রয়।
রাজা ভাবে পথ ভুলে এল সুনিশ্চয় ॥
কোথা হতে এল এই স্রোতে ভাসা ফুল।
অসহায় মৃগ যেন মায়ার পুতুল।
অবোধ অবোলা প্রাণী কোমল কাতর।
করুণায় ভরে গেল রাজার অন্তর ॥

কথা : বনবাসী রাজা বনের পশুকে আশ্রয় দিলেন আপন কুটীরে।

গান : হরিণ শিশুরে রাজা করেন পালন।
কোথা গেল পূজা পাঠ ভজন সাধন ॥
কুটীর ছাড়িয়া যদি চলে যায় বনে।
হরিণ শিশুর মুখ ভেসে ওঠে মনে ॥
জপ তপ ফেলি রাজা ডাকে আয়, আয়।
রাজারে বাঁধিল একী নতুন মায়ায় ॥
বিচার করে না স্নেহ কে আপন, পর।
খেলা ঘর ভেঙ্গে রাজা বাঁধে খেলা ঘর ॥

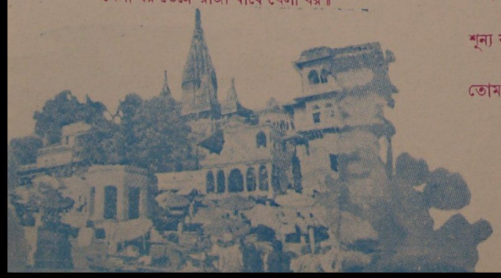

কথা : এইরূপে দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়। সংসারত্যাগী রাজা সামান্য এক মৃগশিশুর মায়ায় আরো জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু পর কখনো আপন হয়? একদিন বনের পশু চলে গেল বনে। দিন গেল, সন্ধ্যা হ'ল, আর ফিরলো না। তখন ??

গান : আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে,
কাঁদে বনলতা।
বনের পশু বুঝলো না হায়,
রাজার মনের ব্যথা ॥
বনে বনে গিরি গুহায়
ডেকে ডেকে হায়।
ভরত রাজার দু'নয়নে
সাগর বয়ে যায় ॥
মরণ ছায়া নেমেছে আজ
রাজার দেহ ঘিরে।
অবুঝ মায়া তবু কাঁদে
"আয়রে বুকে ফিরে ॥"
শূন্য বুকের সেই বেদন
আজও শোনা যায়।
তোমার আমার বুকের মাঝে
আয় রে ফিরে আয় ॥

স্ক্রীণ ক্লাসিকস-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

শরৎ চন্দ্রের

চন্দ্রনাথ

প্রধান চরিত্রে

সুচিত্রা — উত্তম

প্রযোজনা : শচীন্দ্র নাথ বারিক

ারিচালনা : ... কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত : ... রবীন চট্টোপাধ্যায়
ম্পাদনা : ... হরিদাস মহলানবীশ
শব্দগ্রহণ : ... শিশির চ্যাটার্জ্জি ও বাণী দত্ত
রূপসজ্জা : ... মদন পাঠক
কর্ম-সচিব : ... কৈলাস বাগচী
টিশিল্প : ... কবি দাশগুপ্ত
স্থিরচিত্র : ... এ্যাড্‌না নরেন্দ্র

চিত্রনাট্য : ... নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্প : ... বিভূতি চক্রবর্ত্তী
শিল্পনির্দ্দেশ : ... সত্যেন রায় চৌধুরী
গীতিকার : ... প্রণব রায় ও গৌরী প্রসন্ন মজুমদার
সাজসজ্জা : ... যতীন কুণ্ডু
ব্যবস্থাপনা : ... দোলকেষ্ট বোস ও রণেন বিশ্বাস
প্রচার : ... শচীন সিংহ

সহকারীবৃন্দ

রিচালনায় : ... জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর চ্যাটার্জ্জি
চিত্রশিল্প : ... বীরেন ভট্টাচার্য্য, দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী
ম্পাদনায় : ... নিমাই রায়
ব্যবস্থাপনা : ... শান্তিশেখর, সুধীর রায়

সঙ্গীত : ... উমাপতি শীল
শিল্পনির্দ্দেশ ... রবি চ্যাটার্জ্জি, কানু চৌধুরী
শব্দযন্ত্রে : ... জগত দাস, রবি বন্দ্যোঃ
রূপসজ্জায় : ... কার্ত্তিক দাস

রূপায়ণে

ন্দ্রাবতী, মলিনা, রেণুকা, পদ্মা, রাজলক্ষ্মী, সান্ত্বনা, আশা, গীতা, সন্ধ্যা, জহর,
লসী চক্র:, কমল মিত্র, নীতিশ, হরিধন, তুলসী লাহিড়ী, মণি শ্রীমানি,
সন্তোষ পাঠক, শ্রীমান বাবলা

কণ্ঠ-সঙ্গীতে

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও ও ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও তে গৃহীত ॥
॥ ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিজ হইতে পরিস্ফুটিত ॥

পরিবেশনায় :

নারায়ণ পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ

স্ক্রীণ ক্লাসিকস-এর পক্ষে প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত
এবং জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।